

বৈজয়ন্ত রাহা

পথের পাঠশালা

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

পথের পাঠশালা

বৈজয়ন্ত রাহা



উৎসর্গ

ঠাকুর্দা

সাহিত্যিক

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

কে

পথের পাঠশালা
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
বৈজয়ন্ত রাহা

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

ক্ষণা

সান্নিধ্য	৭
সিঁদুর	৮
শাস্তি	৯
অর্ডার	১০
শিঁরদাড়া	১১
কবিতা- পাঠ	১২
ভিন্ন	১৩
পরিধিহীন	১৪
আমিও সাম্পান	১৫
প্রেমহীন	১৬

একাদশী

আলেয়ার দিন	১৮
আমিই যে তোর পাপ	১৯
অনেকদিন	২০
শহর জানে	২১
মানুষের মতো?	২২
কে জানে কখন	২৩
অবিনশ্বর	২৪
তুমি জানলেনা কোনদিন	২৫
আমি আসছি, তুমি থেকো	২৬
দ্বৈত	২৭

ক্ষণা

সান্নিধ্য

সান্নিধ্য চেয়েছি, স্পর্শ নয়
অথচ বয়ে এলে গাঙ্গেয় হাওয়া
সেতো স্পর্শই দেয়, তুমিও তেমনি
মেরুকরণে বিশ্বাস না রেখেই চোখ রেখেছো অন্দরে,
আর নগ্ন হয়ে গেছি প্রকাশ্য দিবালোকে...

সিঁদুর

সিঁড়িগুলোর উঠে যাবার কথা ছিল উপরে
আর আমার কথা ছিল নামার
প্রায়শঃই অন্যথা হয় এর;
আজ তুমি দরজা খুলতেই মনে হল
এবার আমারো নামার সময় হয়েছে...

তোমার কপালে ছিল সিঁদুর—অন্যের।

শাস্তি

ধ্বংসের কথা বলিনা আমি,
বৃষ্টির কথা বলি,
শ্মশানের কথা বলিনা আমি
ঘরের কথা বলি,
বাঁধের কথা বলিনা আমি
স্রোতের কথা বলি,
তাই তোমরা আমায় শাস্তি দিলে
আমার সামনেই আমায় দাহ করে...

আর নাম দিলে বাংলাদেশ!!!

অর্ডার

টেবিলের উপর প্রবল হাতুড়ির আওয়াজ
"অর্ডার...অর্ডার..."
চোখ তো কালো কাপড়েই বাঁধা
আমাকে যে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলে,
এই দড়ির জোর কে মাপবে তবে?
কে যেনো চেঁচিয়ে উঠল– "ফাঁসী চাই"
আরেকজন বলল – "সূর্যের আলোয়"
আর তুমি,
টেবিলের পিছন থেকে
মুখবন্ধ চোখবন্ধ অবস্থায় লিখলে– 'যাবজ্জীবন'
- আশ্চর্য, একবার চোখ খুলে আমায় দেখলেও না।

দন্ড হয়ে গেল সারাজীবনের
দেশ- স্বজন- সময়ের!!!

শিঁরদাড়া

সব গাছই লতানে...
ওপরে উঠবার জন্য কিছু একটা লাগেই
সে মই হোক, কাঠের গুঁড়ি বা উপর থেকে ঝুলতে থাকা শাড়ী...
ওপর থেকে তলায় চোখ নামাতেই দেখি অন্ধকারে কেউ যেনো হামাগুড়ি দিচ্ছে...
"কি খুঁজছ, কি? কি হারালো?"
-"আমার শিঁরদাড়া"
আলো জ্বালাতেই দেখি... অনেকেই খুঁজছে...

কবিতা- পাঠ

"এখানে কিন্তু কোন রাজনীতি চলবে না"
---আচ্ছা তাহলে...
"দাদা... কোন দলাদলি নয় কিন্তু..."
---আচ্ছা তাহলে...
"দেখবেন, বিক্ষোভ, আন্দোলন... বলে বসবেন না যেনো..."
---আচ্ছা তাহলে...
"সব স্ট্যান্ডার্ড পিপল তো, লোয়ার পিপল নিয়ে কাদা ঘাঁটাটা ঠিক..."
---আচ্ছা তাহলে...
"চুম্বন... ইত্যাদি... প্রকাশ্যে কমই বলা ভালো..."

..."এখানে আজ তবে কি হবে?"

----কেনো? কবিতা পাঠ।

ভিন্ন

সব রাস্তা সবার জন্য না।
এই ধরো... তুমি যে রাস্তায় হেঁটে যেতে পারো, আমি চাইলেও পারিনা...
যে রাস্তায় মোটরবাইক গ'লে যায়... সেই রাস্তায় বড় গাড়ি যেতে পারবেই
এমন কথা নেই। আমি পাশের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবি...
তুমি কি আমার দিকে আসছ?
আমিও কি তোমার দিকেই যাচ্ছি...
কখন পাশাপাশি অতিক্রম করে যাব, কেউই জানবো না;
অথচ বরাবর দুজনেই দুজনের কাছে যেতে চেয়েছিলাম।
আপাততঃ আমরা কে কতটা সমান্তরাল... সেটাই না হয় দেখে নিই,
বাকিটা নুড়ি- পাথরের মতো এদিকে সেদিকে, ইতস্ততঃ
নদীতে ব্যাং- ঝাপান দেওয়া যাবে...

পরিধিহীন

পরিধি আঁকা শেষ হলে কেন্দ্রে পৌঁছোব, যে যার নিজের,
এরকমই ভেবেছিলাম।
কিন্তু যতবারই পৌঁছই, দেখি, তুমি আমার কেন্দ্রে ভর দিয়ে নিজের পরিধি আঁকো,
আলাদা ব্যাসার্ধে।
এর চেয়ে ভালো তোমার কেন্দ্রে পৌঁছোন,
গন্ডী ভেঙ্গে নতুন বৃত্ত আঁকা যাবে- - - পরিধিহীন।

আমিও সাম্পান

এই ছুঁয়েও না ছুঁয়ে থাকা
বলেও কিছু না বলা- -
এইসব ধুলো হয়ে গেলে
নগ্ন হব সীমান্ত সংবাহনে
মগ্ন হব অপরিমেয়ে
রাত্রি রয়ে যাবে - - অপ্রাকৃত
তোমার চোখের মতো স্থির
ঝরে যাবে ঝরে ঝরে যাবে
নীলমর্মর... কলতান হয়ে ঝুরোমাটি জীবনের গান
পাতা ভেসে যাবে ঐ পিছুটান নদীটির বুকে
নদী ভেসে যাবে কোন সংসারী সায়রের সুখে...আমিও সাম্পান...

প্রেমহীন

কখনও অপেক্ষা মানুষ হয়ে ওঠে,
যখন তুমি কথা বলো,
কখনও মানুষ নদী হয়ে যায়,
যখন তুমি বয়ে যাও,
কখনও দিন পাখি হয়ে ওড়ে
যখন তুমি ঝরে পড়ো
কখনও আমি জীবন হয়ে উঠি
যখন তুমি ভালোবাসো।

আমি এখন মৃত্যুতে সমাসীন।

একাদশী

আলেয়ার দিন

শহরের দশ- মুখ, বন্ধ, সোনার খাঁচায়
জুঁইফুল, তুই এইবার আয়- -
তোকে দিই চুম
কালো কালো ঘরে, নিকেল- নিঙানো রাত, তুই আধপেটা ফেনাভাত মাখ-
সাইকেল- ঘন্টিতে ফিরে যাক
আলোয়ান সব শীতবেলা,
আজও কাঁকড় বিছানো ঘুম;
জুঁইফুল,
সন্ধে- মালতির দিন—
আয় আজ আজান আর সূর্যস্তব ফিরি করি,
পালক ওড়াই- - - ইচ্ছেপাখির... ঢেউ- এর চূড়ায়...
ঘর আর কতদূর? নিষেধাজ্ঞা তোলেনি শৈশব,
বাড়ি নেই,
তাই রাস্তায় সংসার পাতি আয়...
যাপনে ফুটুক কিংশুক...

আমিই যে তোর পাপ

একপাঁ হাঁটলে- - - দৃষ্টি
দুপাঁ হাঁটলে- - - শঙ্কা
তিনপাঁ হাঁটলে - - হৈ চৈ
আর সাতপাঁ হাঁটলে- - বদনাম,
কেমন করে জল নামাবি সই?
পরপুরুষের গন্ধ মেখে, সমস্ত ঠোঁট
হাতের ভিতর লাল- করবী বিষাক্ত চোট?
কেমন করে অশরীরি প্রেম জমাবি?
জলকে যাবি জলকে যাবি?
সাতডিঙ্গা তোর যাদুঘরে, বারুদ মেপে স্বয়ম্বরে
নীলসায়রের- তৃণপাখি, ঐ গিলে খায় নেশার ঘোরে
আয় কাছে আয়, তোকেও খাব, নষ্ট ঝড়ে রাত পোয়াবো...
রেজার টেনে আনুষ্ঠানিক প্রেম- পিরীতির সেন্ট ঝরাবো
আর কটা দিন...না হয় এখন বন্ধ হলি, ভালোবাসায় অন্ধ হলি
এই ফেলব পা,
যাবার হলে যা,
হাতে আমার বিভঙ্গময় তুলি,
নিভিয়ে দিলাম আলো, খন্ড খন্ড শিল্প ভেঙ্গে কালো
আয় কাছে আয়, তোকেই রাঙ্গাই- - শরীর জুড়ে নানান রঙের ছাপ
ও সই, আমিই যে তোর দেবোত্তর পাপ।

অনেকদিন

অনেকদিন- - - নদীর কাছে যাইনি,
অনেকদিন- - - মিথ্যে আলোয় নিঃশেষ,
অনেকদিন- - - তোমায় দেখতে পাইনি,
অনেকদিন- - - হাত রাখিনি- - এলোকেশ...
অনেকদিন- - - ভুল শব্দের ডাইরী,
অনেকদিন- - - কাটাকুটির জাল,
অনেকদিন- - - তোমায় জিততে দিয়ে
অনেকদিন- - - হারিয়ে গেছে কাল...
অনেকদিন- - - পাঁয়ের নীচে পাথর,
অনেকদিন- - - বোবা- শব্দের হাওয়া
অনেকদিন- - - গুঁড়িয়ে যাওয়া পাঁজর
তোমায় দিলাম আমার চলে যাওয়া...
অনেকদিন- - - বাসী গানের আসর
অনেকদিন- - - আলপথে কার বাঁশী
অনেকদিন- - - তোমার সাথে দোসর
অনেকদিন, অনেকদিন, অনেকদিন...
. . . . . বলব না আর 'আসি' . . .

শহর জানে

শহর জানে আমার ইতিকথা
গল্প কোথায় শুরু কোথায় শেষ
শহর জানে স্কাইস্ক্র্যাপারের কাঁচে
আমার সকাল বদলে যাবার পালা- -

শহর জানে আমার ইকির- মিকির
পথের উপর অমাবস্যার পা
শহর জানে আমার ভিতর ভীড়
ভাঙ্গলে কেনো বিবর্ণ শুকতলা- -

আমার আছে আহিরিটোলার ঘাট
রাত ফুরালে আজান- মাফিক ভেঁপু
জেটীর মুখে বাসি পাপড়ি- চাট
পা রাখলেই বিষণ্ন শিবতলা—

শহর জানে সময় ফিরি করি
শুকিয়ে কবে মনের পাতা কাঠ
কেউ তো কোথাও নেই, কেবল তুইই,
সারাবছর দশমীর সাজতোলা—

আমার শহর আমার মতোই বাঁচে
আমার শহর পরান্নে অধিবাস
আমার শহর বৃষ্টিরাতের দিনে
লুকিয়ে রাখে আমার বারোমাস;
কেউ কি আমার মাঝরাস্তার ভীড়ে
হারিয়ে গেছে রোজনামচার মাপে
শহর তবু কুড়িয়ে আনিস কেনো
লুকিয়ে দেখা প্রতিদিনের জ্বালা???

মানুষের মতো?

এই যে এখন সুধাদিদের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছি, ভারি অদ্ভুত লাগছে।
মানুষের কাছেই তো মানুষ প্রত্যাশা করে।
আমি ভেবেছিলাম, ঐ হাড়কাটা গলির সুধাদিরা মানুষ না, মানুষের মতো।
ওদের কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই।
অথচ, সেই সুধাদি যখন গায়ে হাত ছুঁইয়ে বলল- -
'তুই কি ভালো রে!'--
চোখ ছাপিয়ে জল এলো, এমনিই।
এখনো চোখের জল আপোষ শেখেনি।

জীবনের স্রোতে পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এখন
স্বপ্নের সাথেও আপোষ করতে শিখে গেছি।
কৃষ্ণকালো মনের আড়ালে সূর্য্য উঁকি দিলেও
স্বপ্নেই জানলার সাটারটা টেনে দিই,
আর ক্রমাগত আঁধারে নেমে যাই।
অথচ, সুধাদি যে কেনো বলেই যায়- -
'তুই কি ভালো রে'--
'তুই কি ভালো রে'--

তবে? আমিও কি মানুষ নই? মানুষের মতো?

কে জানে কখন

নির্জন সন্ধ্যার বুকে মাথা রাখা আকশেরা তোমাদের জানে,
তাদের চোখের পাতায় গান ভরো সারাদিন হৃদয়পণ্যের
কখনো উঠেছো তুমি, কখনো নেমেছো ঢেউএ, নীলিমায়, স্নানে...
জেগেছে শীর্ণ ধোঁয়া তোমাদের দারিদ্র্য- অন্নের- - -
মাটি তত ঊষ্ণ নয়, যত তাপ আমাকে অ- সুখ দিয়েছিল
আমি নই আজ আর ক্ষুধা- প্রেম- - যৌনকাতর
এসেছি কুর্চিবনে, অংশত আরো কিছু ছিল,
তারও আগে এসেছে প্রহর ...
কিছুকথা বাকি রয়ে গেছে, কিছুকথা শুরুতেই ছাই
আকাশের দিনগোণা শেষ, পড়ে আছে শুধু ঘাসেরাই.....

অবিনশ্বর

ছেলেটি বলল, "ভালোবাসার জন্য আমি সব ছাড়তে রাজী"
মেয়েটি বলল,"সব?, লজ্জা, ঘেন্না, ভয়- - - সব?"
ছেলেটি বলল, "সব"

মেয়েটি বলল, "সম্মান?"
ছেলেটি বলল, "সব"
মেয়েটি বলল, "আর, সত্ত্বা?"
সমস্ত শতক পেরিয়ে আকাশে ধাক্কা খেয়ে প্রশ্নটি ওদের পায়ের কাছে এসে পড়ল।

ছেলেটি ধুলো হয়ে গেলো।
মেয়েটিও।

তুমি জানলেনা কোনদিন

তোমার দেবার কিছু নেই,
আমারও নেবার কিছু নেই আর,
তোমারও তো হাত খালি- - -
একদিন মনে হয়েছিল,
ভালোবাসা দরকার, দরকার এতোটুকু মায়া
যত্নের অধিকার।
আজ তার প্রয়োজন নেই কিছু, তুমি মনে জানো
জীবনের কাছে পাওয়া নেই, দেওয়া নেই, অভিযোগ, অভিমান, কিছু নেই আর...
একদিন মনে হয়েছিল।
হাতের শিরার পরে হৃৎপিন্ড কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বারবার...
রাত্রিদিন কবিতায় কেটেছিল ঘোর,
তুমি কি এখনও সেসব পড়ো...চোখের পাতায় মাখো ভোর?
আমার মৃত্যুর পর সেইসব কবিতায় লেখা হবে চিঠি...
প্রেমিককে লেখা হবে- - প্রেমিকাকে
এভাবেই রয়ে যাবো তোমাদের ভীড়ে...
শুধু এইটুকু ক্ষোভ- -
ভালোবাসা কি তুমি জানলেনা কোনোদিন- - -

আমি আসছি, তুমি থেকো

'রাস্তা দেখে পার হবেন দাদা' --
কোন রাস্তা?
দেখার আগেই আমি নেমে পড়ি পথে, আমাকে পৌঁছোতে হবে- -
রৌদ্রে ভেসে যায় পথঘাট, মানুষের চলমান মুখ,
সকলেই দেখে পার হয়?. . .জেব্রা ক্রসিং?
মিছিল পেরিয়ে যায়...রাত্রি ও দিন...গতিমান গাড়ি
চলে যায় নিশ্চিত জগত...অস্ত ও উদয়
ট্র্যাফিক- সিগন্যাল
ভুল হয় নাকি? বার বার?
পুরোন রাত্রিরা ফিরে ফিরে আসে
কোথাও কি পাখিদের চোখে অশ্রুপাত হয়?... বিপন্ন বাতাসে...
গভীর পাতার শব্দে সুর্য্য ওঠে?... হাস্নুহানা হাসে?

"প্লীজ... একটু দেখেশুনে চলাফেরা কোরো, তোমায় নিয়ে বড় ভয় হয়"- -
ভয় হয়? ভয় হয়?
প্রতিটি রাস্তার শেষে ঘর পড়ে, জানো নিশ্চয়।
অট্টালিকা, সুদৃশ্য রেকাবি আয়াস, মনোহরা জৌলুশের সুখ
তবে কেন দেখে পার হবো? কে আটকাবে আমায়?
উত্তরে পশ্চিমে ঘুরে ঘুরে , ভুল রাস্তা ভুল মোড়ে
ধুলোবীজ বহু মাখা হলো, পায়ের চটিতে কত হাজার বছর...

রাস্তা পেরিয়ে যাই, আবার পেরোবো বলে,
দেখাশোনা পিছনেই থাকে;
শহরের প্রতিটি জানলায় ধরা পড়ে সকালের ছবি
আলোকিত সুর্য্যের সারি...
এইবার হাসো।
জানো,
ভুল হলে বড় ভালো লাগে...যদি তুমি ভালোবাসো।

আমি যে পেরোচ্ছি, সেটাই কি বড় কথা নয়?
আমি যে আসছি, সেটাই কি শেষ কথা নয়?
তুমি আছো তো?

দ্বৈত

১।

আমিতো তোমাকে চিনিনা...
হেঁটে যাই অনিকেত রেখা ধরে,
যেমন হেঁটেছে ঐ দুটি চোখ– পাশাপাশি, আজীবন
এই জেনে – কোনদিন মিলবে না তারা...
আমিও তেমন হাঁটি... তোমারি পাশাপাশি...
আমিতো তোমাকে চিনিনা- - -
একসাথে হেঁটে চলে পাপপূণ্যবোধ,
কোন এক সরলরেখায়,
কোনদিন মেলেনাতো তারা
এই তুমি এই আমি- -
অচেনা সে ঢেউ হয়ে থাকি।

২।

এখনো কুম্ভ ভক্তজনের ঠাঁই
এখনও সে জলে স্মৃতি- সম্ভার ভাসে,
কোথায় আছো অলকানন্দা তুমি?
বুকের মধ্যে কে যেন ডাকল, 'যাই'
এই দুই হাতে শুধু বিষ মাখা আছে
আলোকিত সব সুর্য্যের বাঁকা হাসি,
আলো নয়, তুমি নদি হয়ে ফিরে এসো
একটু ঘুমোব তোমার কোলের কাছে।